



40389 - কাযা রোজার আগে কি ছয় রোজা রাখা শুরু করবে যদি শাওয়াল মাসেরে অবশিষ্ট দনি উভয় রোজা পালনেরে জন্য যথেষ্ট না হয়

প্রশ্ন

শাওয়াল মাসেরে যবে কয়দনি বাকী আছে সদিনগুলো যদি রমজানেরে কাযা রোজা ও শাওয়ালেরে ছয় রোজা রাখার জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে কি কাযা রোজার আগে ছয় রোজা রাখা জায়যে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সঠিক মতানুযায়ী শাওয়ালেরে ছয় রোজা রমজানেরে রোজা পূরণ করার সাথে সম্পৃক্ত। দলিলি হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

(رواه مسلم (1164))

“যবে ব্যক্তি রমজান মাসেরে রোজা রাখল অতঃপর এ রোজার পর শাওয়াল মাসেরে ছয়টি রোজা রাখল সবে যনে গোটো বছর রোজা রাখল।” [সহিহ মুসলিম (১১৬৪)]

হাদিসে উল্লেখিত শব্দটি عطف (বনিয়াস) ও التتبع (ক্রমধারা) অর্থে ব্যবহৃত হয়। এদিক থেকে হাদিসটি প্রমাণ করছে যবে, আগে রমজানেরে রোজাপূরণ করতে হবে। সটো সুনরিদ্বিষ্ট সময়ে আদায় হিসাবে হোক অথবা (শাওয়াল মাসেরে) কাযাপালন হিসাবে হোক। অর্থাৎ রমজানেরে রোজা পূরণ করার পর শাওয়ালেরে ছয় রোজা রাখতে হবে। তাহলে হাদিসে উল্লেখিত সওয়াব পাওয়া যাবে। কারণ যবে ব্যক্তির উপর রমজানেরে কাযা রোজা বাকী আছে সতৌ পূরণ রমজান মাস রোজা রাখেনি। রমজান মাসেরে কিছুদিন রোজা রেখেছে। তবে কারণে যদি এমন কোনে ওজর থাকে যার ফলে তিনি শাওয়াল মাসেরে রমজানেরে কাযা রোজা রাখতে গিয়ে শাওয়ালেরে ছয়রোজা রাখতে পারেননি। যমেন কোনে নারী যদি নিফাসগ্রস্ত (প্রসবোত্তর স্রাবগ্রস্ত) হন এবং গোটো শাওয়াল মাস তিনি রমজানেরে রোজা কাযা করেন তাহলে তিনি জলিক্বদ মাসেরে শাওয়ালেরে ছয় রোজা রাখতে পারবেন। কারণ এ ব্যক্তির ওজর শরয়িতগ্রেহণযোগ্য। অন্য যাদরে এমন কোনে ওজর আছে তারা সকলে রমজানেরে রোজা কাযা করার পর শাওয়ালেরে ছয় রোজা জলিক্বদ মাসেরে কাযা পালন করতে পারবেন। কিন্তু কোনে ওজর ছাড়া



কটে যদি ছয় রোজা না রাখা এবং শাওয়াল মাস শেষ হয়ে যায় তাহলে সে ব্যক্তি এই সওয়াব পাবেন না। শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: কোন নারীর উপর যদি রমজানের রোজার ঋণ থাকে যায় তাহলে তার জন্য কি রমজানের ঋণের আগে শাওয়ালের ছয় রোজা রাখা জায়গে হবে; নাকি শাওয়ালের ছয়রোজার আগে রমজানের ঋণের রোজা রাখতে হবে? জবাবে তিনি বলেন: যদি কোন নারীর উপর রমজানের কাফা রোজা থাকে তাহলে তাকে কাফা রোজা পালনের আগে ছয়রোজা রাখবেন না। কোননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহা ওয়া সাল্লাম বলছেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

(رواه مسلم 1164)

“যে ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা রাখল এবং এ রোজার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখল সে যেন গোটো বছর রোজা রাখল।” [সহি মুসলিম (১১৬৪)]

যার উপর কাফা রয়েছে সততো রমজানের রোজা পূর্ণ করেনি। সুতরাং সে কাফা আদায়ের আগে এই রোজা পালনের সওয়াব পাবেন না। যদি ধরে নেয়া হয় যে, কাফা রোজা পালন করতে গোটো মাস লগে যাবে(যেমন-কোন নারী যদি নিফাসগ্রস্ত হন এবং তিনি গোটো রমজানে একদিনও রোজা রাখতে না পারেন, শাওয়াল মাসে তিনি রমজানের কাফা রোজা রাখা শুরু করেন, কিন্তু কাফা রোজা শেষ করতে করতে জলিক্বদ মাস শুরু হয়ে যায়) তাহলে তিনি জলিক্বদ মাসে ছয়রোজা রাখবেন। এতে করে তিনি শাওয়াল মাসে ছয় রোজা রাখার সওয়াব পাবেন। কোননা তিনি বাধ্য হয়ে এই বলিম্ব করছেন (যেহেতু শাওয়াল মাসে তার পক্ষে রোজা রাখা সম্ভবপর ছিল না)। তাই তিনি সওয়াব পাবেন। [ফতোয়া সমগ্র ১৯/২০] দেখুন ফতোয়া নং- 4082 ও 7863।

এর সাথে আরকেটু যোগ করে বলা যায়, যে ব্যক্তি বিশেষ কোন ওজরকে কারণে রমজানের রোজা ভেঙেছে সেটো কাফা করা তার দায়িত্বফেরজ। রমজানের রোজা ইসলামের পঞ্চবুনয়াদরে অন্যতম। তাই এই ইবাদত পালনপ্রাধান্য পাবে এবং ফরজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়াকে অন্য মুস্তাহাব আমলের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেখুন প্রশ্ন নং- 23429।